ফের আনন্দপুর চা বাগানে জোড়া বুনো হাতির হামলা, নিঃস্ব শ্রমিকরা

ক্রান্তি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ পাকা লাইনের পর এবার ডুয়ার্সের আনন্দপুর চা বাগানের বাসা লাইনের শ্রমিক মহল্লায় হামলা চালাল একজোড়া বুনো দাঁতাল হাতি। সোমবার গভীর রাতে জোড়া বুনো হাতি তাণ্ডব চালিয়ে রান্নাঘর সহ ছয়টি শ্রমিক আবাসন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বলে বাগান শ্রমিকরা জানান। এছাড়া হাতি দুটি একটি গির্জারও বেড়া ভেঙে দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘরবাড়ি ভেঙে হাতিরা খুঁজে খুঁজে জমানো সব খাবার খেয়ে নিয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পুকলি ওরাওঁ, স্বামী শেখর, সুশীল ওরাওঁ, শম্ভু গোয়ালা, প্রকাশ বড়াইক, কমল ওরাওঁ প্রমুখ জানান। আনন্দপুর বাগানের বাসিন্দা তথা মাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পরিশ্রম চিকবড়াইক বলেন, রাতে মুশলধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকানোর কারণে লোডশেডিং ছিল। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বুনো হাতি বাসা লাইনে ঢুকে ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। খাবার খাওয়া ছাড়াও ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। গরিব শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলায় তাঁরা এখন বেঘোর হয়ে গিয়েছেন। অন্যের বাড়িতে অসহায় শ্রমিক পরিবারগুলি আশ্রয় নিয়ে আছে। বন দপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের দ্রুত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করুক বন দপ্তর।

এদিকে, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা জানান, বারবার এই চা বাগানে বুনো হাতির হামলার ঘটনায় তাঁরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকায় বাগানের শ্রমিক মহল্লাগুলিকে বুনো হাতি লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ফেলেছে। খাবারের লোভেই বুনো হাতি ঘরবাড়ি ভেঙে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। বন দপ্তরকে একাধিকবার বলা সত্ত্বেও বসতি এলাকায় হাতির হানা রুখতে কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সোলার পথবাতির জন্য বন দপ্তরের কাছে তাঁরা আবেদনও করেছেন। কিন্তু বন দপ্তরের কাছ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি বলেও শ্রমিকদের অভিযোগ। বন দপ্তর চা বাগান এলাকায় বাড়তি নজরদারি ও টহলদারি চালানোর দাবিও তাঁরা জানিয়েছেন। শ্রমিকরা জানান, আমরা খুবই গরিব। এখন গৃহহীন। বন দপ্তর ক্ষতিপূরণ না দিলে ভাঙা ঘর মেরামতও করতে পারব না। আমরা চাই, বন দপ্তর আমাদের অবিলম্বে সাহায্য করুক।

এ বিষয়ে আপালচাঁদের রেঞ্জার সুদীপ্ত সরকারও আনন্দপুর বাগানে ঘর ভাঙার কথা স্বীকার করে নিয়ে জানান, দুটো বুনো হাতি জঙ্গল থেকে বের হয়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে। তাদের নজরে রাখা হয়েছে। ওই রাতে প্রবল বৃষ্টির ফলে নজরদারি করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তবে ওই বাগানে বুনো হাতির হামলা রুখতে বনকর্মীর সংখ্যা বাড়িয়ে বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবেদনের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তিনি।

– সংবাদ নিউজ সার্ভিস

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? **ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ খোলায় সিপিএমের ভাবমূর্তি কি ধাক্কা খাবে ?**

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ **option** থেকে **type** করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন **YES** বা **NO** পাঠিয়ে দিন **575756** নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের মতামত

উত্তরকন্যায় বৈঠকে বিমল গুরুংপন্থীদের আমন্ত্রণ না জানিয়ে রাজ্য সরকার কি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ?

হ্যাঁ	না
৬৯%	৩১%

দিনের কথা

আমি কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে রাজি।

— রাহুল গান্ধি

(বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণে)

আবহাওয়া

১২ সেপ্টেম্বরের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৪.৭	২৫.৩
শিলিগুড়ি	৩২.২	২৬.৪
জলপাইগুড়ি	৩০.০	২৩.৮
কোচবিহার	৩২.২	২৬.৪
মালদা	৩১.৮	২৬.৬
রায়গঞ্জ	৩৩.৫	২৭.৩
আলিপুরদুয়ার	৩১.৭	২৫.৮
গ্যাংটক	২২.৪	১৭.৯

বুধবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ, হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে 'আমার কথা'-র উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনের ছবিটি তুলেছেন তপন দাস।

ট্রেন বন্ধ, বাসে বাড়তি আয়

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ট্রেন বন্ধ। ক্ষতি হচ্ছে রেলের। সেই সুযোগে বাস চালিয়ে ব্যাপক লাভের মুখ দেখছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। সাম্প্রতিক অতি বর্ষণের পর চুম্বকে এটাই দূরপাল্লার পরিবহণ চিত্র।

অতি বর্ষণের ফলে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অধীন সুধানি এবং তেলতা স্টেশনের মাঝে সেতু সহ একাধিক জায়গায় রেলসেতু ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে আগস্ট মাসের ১৩ তারিখ থেকে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সড়ক পথে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের সব ডিপো থেকে ১৭ আগস্ট কলকাতা ও মালদার মধ্যে অতিরিক্ত বাস চালানো শুরু হয়। জলপাইগুড়ি ডিপো এই সুযোগে ভালো পরিমাণ আয় করেছে। জেলার সবকটি ডিপোর মধ্যে জলপাইগুড়ি ডিপোতেই নিগমের আয় সবচেয়ে বেশি। ডিপো সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৭ আগস্ট থেকে সমস্ত রুটে টিকিট বিক্রি থেকে আয় হয়েছে প্রতিদিন গড়ে তিন লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। শুধু কলকাতা রুটে গড়ে প্রতিদিন ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে। অন্যান্য মাসের তুলনায় আগস্ট মাসে জলপাইগুড়ি ডিপোর আয় বেড়েছে তিন লক্ষ টাকা। এছাড়া চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে তিন লক্ষ ৮০ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে বলে ডিপো সূত্রে জানা গিয়েছে।

এনবিএসটিসি-র জলপাইগুড়ি ডিপো

বৃষ্টির জেরে রেল যোগাযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত বাস চালানোর নির্দেশ অনুযায়ী জলপাইগুড়ি ডিপো থেকে মালদা পর্যন্ত তিনটি এবং কলকাতা পর্যন্ত দুটি বাস চালানো শুরু হয়। যেসব রুটে আয় অপেক্ষাকৃত কম, সেইসব রুটের বাস সাময়িকভাবে বন্ধ করে সেই বাসগুলিকে মালদা এবং কলকাতা রুটে চালানো শুরু করে নিগমের জলপাইগুড়ি ডিপো কর্তৃপক্ষ। জলপাইগুড়ি ডিপো সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৭ আগস্ট থেকে মালদা রুটে প্রতিদিন গড়ে ২৫ থেকে ২৮ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে। ডিপো কর্তৃপক্ষের মতে, কর্মী এবং বাসের সংখ্যা যথেষ্ট কম। কর্মী এবং বাস বেশি থাকলে আরও ভালো পরিসেবা দেওয়া সম্ভব হত। নিগমের আয় আরও বাড়ত। তবে তার মধ্যেই ডিপোর কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। নিগমের ভারপ্রাপ্ত ডিভিশনাল ম্যানেজার দীপঙ্কর দত্ত বলেন, বন্যা পরিস্থিতির জেরে অতিরিক্ত বাস চালানোর নির্দেশ অনুযায়ী জলপাইগুড়ি ডিপো থেকেও বাড়তি বাস চালানো হয়। জেলায় নিগমের যতগুলি ডিপো রয়েছে তার মধ্যে গত প্রায় এক মাসে সবচেয়ে বেশি আয় হয়েছে জলপাইগুড়ি ডিপোর।

পড়ুয়াদের পাশাপাশি পড়বেন মায়েরাও

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিনব উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি জেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানে এবার ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি তাদের মায়েদেরও পড়াশোনা শেখানো হবে। সম্ভবত রাজ্যে প্রথম একটি সরকারি বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ও অভিভাবকরা একসঙ্গে পড়াশোনা করে শিক্ষিত হবে। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে অভিভাবকদের সাক্ষরতার প্রয়াস নামে এই প্রকল্পটি শুরু হতে চলেছে। সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহল এই উদ্যোগকে প্রশংসা ও সাধুবাদ জানিয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ঘোগোমালি নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়। শিলিগুড়ি পুরনিগমের এলাকা হলেও বিদ্যালয়টি জলপাইগুড়ি জেলায় পড়ছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই অভিনব এই উদ্যোগ নিয়েছে। এই বিদ্যালয়ে প্রি-প্রাইমারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা শেখানো হয়। বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০০ জন পড়ুয়া রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সনৎকুমার দাস জানালেন, তাঁদের বিদ্যালয়ে একেবারেই সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। বেশিরভাগ অভিভাবকই শিক্ষিত নন। তাই খুবই সমস্যা হয়। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে ফিরে যাওয়ার পর বাড়িতে বেশিরভাগ অভিভাবক সাক্ষর না হওয়ায় সেখানে তাদের পড়াশোনা হয় না। এছাড়াও অন্যান্য কিছু সমস্যা হয়। তাই বিদ্যালয়ের একটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যে সমস্ত অভিভাবক শিক্ষিত নন তাঁদের বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য বলা হবে। বিষয়টি অভিভাবকদের বলার পর প্রায় ৩০ জন পড়ুয়ার মা পড়াশোনা শিখতে চেয়েছেন। তাঁদের বিদ্যালয়ের টিফিনের সময় কিংবা ছুটির পর কিছুটা সময় বের করে পড়ানো হবে। তাঁদের শিক্ষিত করতে পারলেই ছাত্রছাত্রীরাও সঠিকভাবে শিক্ষিত হবে। তারা ভালো মানুষ হবে। বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রকল্প শুরু করা হবে বলে তিনি জানান। সংশ্লিষ্ট ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান রঞ্জন শীলশর্মা জানান, খুবই ভালো একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করছি, বিদ্যালয়ে পড়ে মায়েরা দ্রুত সাক্ষর হবেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় সাহায্য করতে পারবেন। জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান ধর্তিমোহন রায় বলেন, 'খুবই ভালো একটি কাজ। তবে এর জন্য পড়ুয়াদের পড়াশোনায় যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেটা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দেখতে বলেছি।'

কিছু ট্রেন বাতিলের সময়সীমা বাড়ল

শিলিগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কিছু ট্রেন বাতিল থাকার সময়সীমা বাড়ছে। মঙ্গলবার রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ জলপাইগুড়ি এবং হাওড়ার মধ্যে চলাচলকারী শতাব্দী এক্সপ্রেস ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাতিল ছিল। নতুন পরিস্থিতিতে তা ২৩ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। তিস্তা তোর্ষা এক্সপ্রেস ১৫ তারিখের পরিবর্তে ২৫ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসও বাতিল থাকবে ২৫ তারিখ পর্যন্ত। হলদিবাড়ি এবং কলকাতার মধ্যে সুপারফাস্ট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ১৩ তারিখের পরিবর্তে ২৪ তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকছে। নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া এসি এক্সপ্রেস ১৩ তারিখের পরিবর্তে ২০ তারিখ পর্যন্ত এবং নিউ জলপাইগুড়ি মালদা প্যাসেঞ্জার বাতিল থাকবে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

দার্জিলিং জেলা দায়রা আদালতে ভিডিয়ো কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা অসম্ভব : রিপোর্ট

কলকাতা, ১২ সেপ্টেম্বর (সংবাদ) ঃ সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুসারে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে মদন তামাং হত্যা মামলার বিচার চালানোর ব্যবস্থা করাটা দার্জিলিং জেলা দায়রা আদালতের পক্ষে সম্ভব নয়। এদিন কলকাতার নগর দায়রা আদালতে পেশ করা রিপোর্টে সেই কথাটি জানিয়ে দিয়েছেন দার্জিলিংয়ে জেলা দায়রা বিচারক। রিপোর্টে বলা হয়েছে, দার্জিলিংয়ে বর্তমানে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ। গত মাসের অধিককাল যাবৎ সেখানে চলছে বন্‌ধ। তার দরুন ভেঙে পড়েছে বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা। ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার ব্যাপারটাও হয়ে গিয়েছে অনিশ্চিত। এছাড়া সেখানে ভিডিয়ো কনফারেন্সের জন্য যে ঘরটি রয়েছে তার আয়তন মেরেকেটে ২০০ বর্গফুট। ঘরটি এতটাই ছোটো যে সেখানে মদন তামাং হত্যা মামলার চার্জশিটে নাম থাকা অভিযুক্তদের একসঙ্গে বসানোও দুস্কর। এমতাবস্থায় কলকাতার নগর দায়রা আদালত থেকে দার্জিলিং জেলা আদালতের পক্ষ থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সে বিচার চালানো নিতান্তই অসম্ভব।

উল্লেখ্য, মদন তামাং হত্যা কাণ্ডে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে সুপ্রিমকোর্টে আর্জি পেশ করা হয়েছিল যে, কলকাতার নগর দায়রা আদালতে বিচার চালালে তারা সুবিচার পাবেন না। সেই কারণে তারা ওই মামলাটির বিচার সিকিমের কোনো আদালতে স্থানান্তরিত করার আর্জি পেশ করেছিলেন। কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয় যে, বিচারের জন্য আদালত বদলের কোনো প্রয়োজন নেই। যাতে অভিযুক্তদের কলকাতায় আসতে না হয়, অভিযুক্তরা থাকবেন দার্জিলিং জেলা ও দায়রা আদালতে। কলকাতার নগর দায়রা আদালতের বিচারক কলকাতায় বসেই ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই মামলার শুনানি চালাবেন।

সুপ্রিমকোর্টের ওই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা নগর দায়রা আদালতের পক্ষ থেকে দার্জিলিং জেলা নগর দায়রা আদালতের বিচারকের কাছে ওই ভিডিয়ো কনফারেন্সের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে জানালে, দার্জিলিংয়ের নগর দায়রা আদালতের বিচারক কলকাতার নগর দায়রা আদালতের বিচারকের কাছে উপরোক্ত অসুবিধার কথা জানান।

মদন তামাং হত্যা মামলা

মঙ্গলবার দার্জিলিং জেলা দায়রা আদালতের পক্ষ থেকে পাঠানো ওই রিপোর্টটি জমা পড়েছে কলকাতার নগর দায়রা আদালতে। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর মদন তামাং হত্যা মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য রয়েছে। উল্লেখ্য, মদন তামাং খুনের ঘটনাটি দার্জিলিংয়ে ঘটলেও বর্তমানে তার বিচার চলছে কলকাতা নগর দায়রা আদালতের মুখ্য বিচারক কুন্দনকুমার কুমাইয়ের আদালতে।

বিনয়-বিমল

প্রথম পাতার পর

তাই বন্‌ধের দায় বিনয়কেই নিতে হবে। বিনয়ই বলতে পারবেন বন্‌ধ উঠবে কিনা ?' বিনয় বলেন, '১২-১৩ জুন বিমল গুরুং সহ দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক হয়েছিল প্রশাসন আন্দোলনে কোনো রকম বাধা দিলে টানা বন্‌ধ ডাকা হবে। সেই মতোই ১৫ জুন বন্‌ধ ঘোষণা করা হয়। আর এখন আমার ওপরে সভাপতি বন্‌ধের দায় চাপাচ্ছেন। আমি তো দলের কো-অর্ডিনেটর হিসাবে গত ৩১ আগস্ট কার্সিয়াংয়ে বৈঠক করে বন্‌ধ শিথিল করার কথা ঘোষণা করেছিলাম। সেটাও তো বিমল গুরুংরা হতে দিলেন না। এদিকে, সোমবার গোর্খা লিগের সাধারণ সম্পাদক প্রতাপ খাতি জানিয়েছিলেন, উত্তরকন্যার সর্বদলীয় বৈঠকে দল অংশ নেবে না। কিন্তু মঙ্গলবারের বৈঠকে দলের সভানেত্রী ভারতী তামাং এবং সহসভাপতি লক্ষ্মণ প্রধান অংশ নিয়েছিলেন। সেই খবর পেয়েই প্রতাপ খাতি প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, দলের নির্দেশ অমান্য করেই ওই দুই নেতা-নেত্রী সর্বদলীয় বৈঠকে গিয়েছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সহকারী রেজিস্ট্রার নিগ্রহে ১ দিন পর অভিযোগ থানায়

মালদা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ সহকারী রেজিস্ট্রার অচিন্ত্য ব্যানার্জিকে মারধরের ঘটনায় দুই অস্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ঘটনার প্রায় একদিন পর জেনারেল ডায়ারি করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন আধিকারিক। কিন্তু শিক্ষামহলের একাংশ প্রশ্ন তুলছেন, 'সহকারী রেজিস্ট্রারের মতো উচ্চপদস্থ আধিকারিক ক্যাম্পাসের মধ্যেই প্রহৃত হওয়ার পরেও কেন দায়সারাভাবে জেনারেল ডায়ারি করা হল এফআইআর না করে ? কেনই বা জেনারেল ডায়ারি করতে ২৪ ঘণ্টা কেটে গেল?'

এদিকে, সোমবারের ঘটনায় অভিযুক্ত দুই অস্থায়ী কর্মী চন্দন মণ্ডল ও ইমদাদুল ইসলামকে সংগঠন থেকে বহিষ্কারের কথা প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির মালদা জেলা কমিটি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্য কমিটির পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। রেজিস্ট্রার কাণ্ডকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়েছে শিক্ষাবন্ধু সমিতি।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপালচন্দ্র মিশ্র বলেন, 'একটি জেনারেল ডায়ারি করা হয়েছে। অভিযুক্তদের কাজে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। ঘটনার প্রমাণ পেলে দোষীদের ছাঁটাই করা হবে।' প্রশ্ন উঠেছে, দিনকয়েক আগে বিত্ত আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়ার-এর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে শিক্ষকদের একাংশ দ্রুততার সঙ্গে ৪০/৫০ জন শিক্ষকের স্বাক্ষর সংবলিত অভিযোগপত্র উপাচার্যকে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সহশিক্ষকের নিগ্রহের ঘটনায় কেন এখনও শিক্ষকদের একাংশ লিখিত প্রতিবাদ জানাচ্ছেন না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, জিডি তারা পেয়েছে।

সোমবার দায়িত্ব গ্রহণের পাঁচদিনের মাথায় সহকারী রেজিস্ট্রার অচিন্ত্য ব্যানার্জিকে নিগ্রহ করেন তাঁরই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অস্থায়ী কর্মী বলে অভিযোগ। গণ্ডগোলের সঠিক কারণ যদিও এখনও অধরা। ঘটনার পরে উপাচার্যকে লিখিতভাবে জানিয়ে সুবিচার প্রার্থনা করেন অচিন্ত্যবাবু। যদিও উপাচার্য গতকাল এরকম কোনো অভিযোগপত্র পাননি বলেই জানিয়েছিলেন। এরপর প্রায় ২৪ ঘণ্টা কেটে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও এফআইআর নয়, জেনারেল ডায়ারি করেই দায় সারে কর্তৃপক্ষ। যদিও উপাচার্য গোপালচন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, 'ওদের কাজে আসতে বারণ করা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেলে কাজ থেকে ছাঁটাই করা হবে। তিনি জানান, এদিন একটি জেনারেল ডায়ারি করা হয়েছে।' এদিন শিক্ষকদের অনেকে কালো ব্যাচ পরে সোমবারের শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনার প্রতিবাদ জানান।

রোগীমৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ ফের চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃতের নাম ওমপ্রকাশ শা (২১)। তিনি জলপাইগুড়িরই সমাজপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

ওমপ্রকাশের পরিবারের সদস্যরা জানান, শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হওয়ায় গত সোমবার রাত ১১টা নাগাদ তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। ওই রাতেই এক চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করেন এবং বেশ কয়েকটি রক্তপরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেন। মঙ্গলবার সকাল থেকে অবশ্য অনেকটাই সুস্থ ছিলেন ওমপ্রকাশ। কিন্তু বিকেলের পর থেকে হঠাৎই তাঁর পেটব্যথা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময় কর্তব্যরত একজন নার্সকে বিষয়টি জানানো হলেও তিনি তাতে আমল দেননি। এমনকি, ওমপ্রকাশের পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসককে ডেকে দেওয়ার জন্য ওই নার্সকে অনুরোধও করেন। কিন্তু তিনি সেই আবেদনও উপেক্ষা করেন। এরপর সন্ধে সাতটা নাগাদ এক চিকিৎসক এসে ওই যুবককে কয়েকটি ইনজেকশন দেন। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় ওমপ্রকাশের। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট নার্স ও চিকিৎসকের গাফিলতিতেই প্রাণ হারাতে হয়েছে ওমপ্রকাশকে। গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হন তাঁরা। এদিকে, এই খবর ওমপ্রকাশের পাড়ায় পৌঁছাতেই হাসপাতালে ভিড় জমাতে শুরু করেন তাঁর প্রতিবেশী ও বন্ধুরা। জলপাইগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতোও হাসপাতালে যান। পৌঁছান কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকারও।

মৃতের জামাইবাবু রাজেশ শা-র অভিযোগ, 'বিকেল পর্যন্ত যে ছেলে দিব্যি সুস্থ ছিল, মাত্র দু-ঘণ্টার মধ্যে তার মৃত্যু হয় কী করে? সিস্টাররা যদি আগেই আমাদের কথা শুনে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন, তাহলে ওকে এভাবে চলে যেতে হত না। আর ওর অবস্থা যদি এতটাই আশঙ্কাজনক ছিল, তাহলে আমাদের আগে থেকে সেটা বললেই হত। আমরা অন্য কোথাও ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতাম। আমাদের ধারণা, নার্স আর চিকিৎসকের গাফলতিতেই এই ঘটনা ঘটেছে। তাই আমরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি আমরা।'

সন্দীপ মাহাতো বলেন, 'আমি ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। এই ঘটনায় মৃতের পরিবার কিছু অভিযোগ তুলেছে। তাই আমাদের আবেদন, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ওমপ্রকাশের দেহের ময়নাতদন্ত করা হোক। এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক।'

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের সুপার ডাঃ গয়ারাম নস্কর বলেন, 'শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা ও জ্বর নিয়ে ওই যুবক হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন। সেই সময় জরুরি বিভাগে থাকা চিকিৎসক তাঁকে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া সহ বেশ কিছু রক্তপরীক্ষা করাতে দেন। মঙ্গলবার সকালে তাঁর রক্তের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসার আগেই এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে যায়। মৃতের পরিবার গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আবেদন জানিয়েছেন। আমরা নিশ্চয় বিষয়টি দেখব। ইতিমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছে। প্রয়োজনে সেখানে হাসপাতালের বাইরের কোনো চিকিৎসককেও নিয়োগ করা হতে পারে। কারোর দোষ প্রমাণিত হলে, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নির্দেশ পেয়ে উদ্‌বেগে সহায়ক-সম্প্রসারকরা

শিক্ষাগত যোগ্যতা না বাড়ালে ছাঁটাইয়ের খাঁড়া

রায়গঞ্জ, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ স্থায়ীকরণ ও বেতন বৃদ্ধির দাবি মেটার লক্ষণ নেই। কিন্তু চাকরি বাঁচাতে শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্রমশ বাড়িয়ে যেতে হচ্ছে পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীনস্থ রাজ্য শিশু ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদানে দায়িত্বে থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা সহায়িকা ও সম্প্রসারকদের। একসময় মাধ্যমিক পাস যোগ্যতায় শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে সহায়িকা হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুরের কয়েক হাজার মহিলা। মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে সম্প্রসারক হিসাবে যুক্ত হয়েছিলেন স্নাতক যোগ্যতার কয়েকশো যুবক। প্রতিমাসে কয়েক হাজার সাম্মানিক ভাতার বিনিময়ে গ্রামাঞ্চল ও শহর এলাকায় শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে আসছেন এই সহায়িকা ও সম্প্রসারকরা।

চাকরি বাঁচাতে এবারে এই শিশুশিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা এবং সম্প্রসারকদের ডিএলএড প্রশিক্ষণ নেওয়ার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। গত ২৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশুশিক্ষা মিশনের নির্দেশক শাশ্বতী ব্যানার্জি এই নির্দেশ জারি করেছেন। এই নির্দেশকে সামনে রেখে গত ৩১ আগস্ট উত্তর দিনাজপুর জেলাপরিষদের তরফে সমস্ত বিডিও তথা পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই ডিএলএড কোর্সে ভরতি প্রক্রিয়া শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক উত্তর দিনাজপুরের ৯ ব্লক ও ৪ পুরসভার অধীনে চালু হাজারের বেশি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও ১০৭টি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়ক ও সম্প্রসারকদের মধ্যে শুরু হয়েছে চরম তৎপরতা।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় এসএসকে এবং এমএসকে-র সহায়িকা ও সম্প্রসারকদের এই ডিএলএড কোর্স করতে হবে জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় থেকে। ইচ্ছেমতো কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এই কোর্স করবার সুযোগ নেই। যে সব সহায়িকা ও সম্প্রসারকদের নাম ডায়েস ২০১৬-১৭-তে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং নিয়মিত মাসিক ভাতা পাচ্ছেন, শুধুমাত্র তাঁরাই যোগ্য এই ডিএলএড কোর্স করার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ সরকারি অনুমোদনহীন যেসব প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত সহায়িকা বা সম্প্রসারক আছেন, তাঁদের এই ডিএলএড প্রশিক্ষণের সুযোগ মিলবে না।

২০১৭-২০১৯ সালের মধ্যে দুই বছরের এই ডিএলএড কোর্স না করলে চাকুরি যাবে বলে নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলাপরিষদ। শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ানোর এই নির্দেশিকা ঘিরে উদ্‌বেগে রয়েছেন উত্তর দিনাজপুরের শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকারা। কারণ, মাধ্যমিক পাস যোগ্যতায় এই পেশায় যুক্ত হওয়ার পর কয়েকবছর আগে তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়াতে বলে সরকার। দিল্লির সিদ্ধান্তে উচ্চমাধ্যমিক পাস বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। অনেকে ইতিমধ্যেই মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়িয়ে নিয়েছেন, অনেকে সেই প্রক্রিয়ার মাঝেই আছেন। তার ওপর এবারে ডিএলএড করার নির্দেশ যেন মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এসেছে।

চাকরি বাঁচাতে তড়িঘড়ি কাগজপত্র জোগাড় করে অনলাইনে এনআইওএস পোর্টালে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সহায়িকা ও সম্প্রসারকদের মুখে একটাই কথা, সরকার তাঁদের যোগ্যতা প্রাথমিক শিক্ষকদের সমতুল করছে, এটা খুব ভালো। তা হলে বেতন বৈষম্য কেন? উচ্চমাধ্যমিক ও ডিএলএড যোগ্যতায় একজন স্থায়ী প্রাথমিক শিক্ষক যেখানে বেতন ও পেনশন সমেত সরকারি কর্মীরা সুবিধা পাচ্ছেন, তাহলে সম যোগ্যতায় আমরা পাব না কেন?

উত্তর কোরিয়াকে নিষেধাজ্ঞা রাষ্ট্রসংঘের

জেনিভা, ১২ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর কোরিয়ার একের পর এক পরমাণু অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে ওঠা রুখতে দেশটির উপর বড়োসড়ো নিষেধাজ্ঞা চাপাতে বহুদিন থেকেই তৎপর আমেরিকা। সেই মতো খসড়াও তৈরি করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ। এবার যুক্তরাষ্ট্রের সেই প্রস্তাবে সই করেছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। সূত্রের খবর, পিয়ংইয়ংয়ের উপর কঠোরতম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পরিষদ। কোপ পড়েছে উত্তর কোরিয়ার তেল আমদানি ও বস্ত্র রপ্তানিতে। এর ফলে বিশ্বের কোনো দেশ উত্তর কোরিয়া থেকে বস্ত্র আমদানি করতে পারবে না, একইভাবে তেল পাঠাতেও পারবে না। ভারতীয় বংশোদ্ভূত কূটনীতিক রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি নিকি হ্যালি বলেছেন, রাষ্ট্রসংঘ নিষেধাজ্ঞার বহর খুব কড়া করতে চেয়েছিল। তেল আমদানিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষপাতী ছিল রাষ্ট্রসংঘ। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার দুই বন্ধুদেশ রাশিয়া ও চিন নিষেধাজ্ঞার বহর কমাতে বলায় তেল আমদানি ৩০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫৫ শতাংশ আমদানি কমানো হয়েছে গ্যাস, ডিজেল ও ভারী জ্বালানি তেলে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য তৈলজাত বাইপ্রোডাক্ট আমদানিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। হ্যালির কথায়, নিঃসন্দেহে এই নিষেধাজ্ঞা খুবই কঠিন। তবে সবটাই নির্ভর করবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ রাষ্ট্রসংঘের জারি করা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে কতটা এগিয়ে আসে তার উপর। এই প্রথম বস্ত্র রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হল। শুধু তেল আমদানি কিংবা বস্ত্র রপ্তানিতেই নয়, নিষেধাজ্ঞার ফলে উত্তর কোরিয়ার যাবতীয় যৌথ উদ্যোগেও কোপ পড়বে।

সিপিএমের কায়দায়

প্রথম পাতার পর

অমিত শা মানবাধিকার কর্মীদের কটাক্ষ করে বলেন, তাঁরা দিল্লির অলিগলি থেকে বেরিয়ে বাংলায় এসে কলকাতা, বসিরহাট, বীরভূম ঘুরে এই রাজ্যে চলা রাজনৈতিক হিংসার বিষয়টি দেখে যান। তা দেখলে তাঁরা অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারবেন। তিনি তাঁর দলের কর্মীদের তৃণমূলের ওই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি আরও জানিয়ে দেন, শুধু হিংসা রুখলেই হবে না, আক্রান্তদের পাশেও দাঁড়াতে হবে। সেই ব্যাপারে তাঁরা যেন আক্রান্তদের কোনো রাজনৈতিক রং দেখতে না যান।

ত্রিপাক্ষিকের দাবি

প্রথম পাতার পর

এই অবস্থায় রাজ্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দাবি মেনে নিলে তাঁকে নিজের জয় হিসাবেই দেখতেন বিমল গুরুং। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই পথে হাঁটেননি। এদিন বৈঠকের পরে বিমল গোপন ডেরা থেকে যে অডিয়ো বিবৃতি পাঠিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন, ত্রিপাক্ষিক বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত পাহাড়ে বন্‌ধ উঠবে না। অর্থাৎ বন্‌ধ তুলতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠককেই হাতিয়ার করছেন বিমল। মুখ্যমন্ত্রী তা হতে দিতে চাইছেন না।

ফের অনুমতি শুটিংয়ের

প্রথম পাতার পর

জলদাপাড়ায় সিনেমার শুটিংয়ের অনুমতি দেওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন জলদাপাড়া লজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা। তিনি বলেন, এর ফলে জলদাপাড়ার প্রাণীবৈচিত্র্য আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে যাবে মানুষের কাছে যা পর্যটনের প্রসারে সাহায্য করবে। তিনি আরও বলেন, যাঁরা ফোটোগ্রাফির চর্চা করেন, তাঁদের লেন্সে ধরা পড়বে জঙ্গলের নানা অজানা তথ্য। উত্তর মাদারিহাট ইডিসি-র সম্পাদক সঞ্জয় দাস বলেন, জলদাপাড়ায় যে প্রাণীবৈচিত্র্য রয়েছে, তা বিদেশের অনেক জায়গাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, বিরল প্রজাতির ওষধি গাছ, তোর্ষা ও হলং নদীর তীরে বন্যপ্রাণীদের আনাগোনা লেন্সবন্দি হয়ে বিশ্বের দরবারে পৌঁছোলে আরও বেশি পর্যটক আসবেন। তবে সবকিছু যেন বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষা করেই করা হয়, তার দাবি জানান তিনি।

বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন জানান, পর্যটনের প্রসারে তাঁরা যেমন বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছেন, তেমনই বনকে বাঁচিয়ে যাতে রাজস্ব আদায় করা যায়, তার চেষ্টাও করা হচ্ছে। জলদাপাড়াকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য পরিচালকদের নিয়ম মেনে শুটিংয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানান বনমন্ত্রী।

স্থায়ী সমাধান চায় রাজ্য

প্রথম পাতার পর

বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন গোর্খা লিগের সভানেত্রী ভারতী তামাং এবং দলের সহসম্পাদক লক্ষ্মণ প্রধান। লক্ষ্মণ প্রধান বৈঠকের শেষে মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই তাঁর বক্তব্যে জানিয়ে দেন, গোর্খাল্যান্ডের দাবিতেই তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। রাজ্য সরকার পাহাড়ের জন্য কিছুই করছে না বলেও তিনি অভিযোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বৈঠকে এসব নিয়ে আলোচনা হয়নি। এই একটি সময় ছাড়া বৈঠকের সুর কখনোই কাটেনি। তবে আপাত সৌহার্দ্যের বৈঠকের পরও পাহাড়ের আমজনতার প্রশ্ন রয়েই গেল, বন্‌ধ উঠবে কবে ? আবার দোকান-বাজার, স্কুল-কলেজ, অফিস-ব্যাংক খুলবে কবে ? এদিনের বৈঠকে সেই দিশা না পেয়ে পাহাড়ের মানুষ হতাশই।